আ হা ফি

র শী দ জা মী ল

কালান্তর প্রকাশনী

সূচি

কথামুখ : ১৫
ভিশন যখন মিশনে : ২০
পটভূমি : ২২
আহলুল্লাহ : আহলুশ-শয়তান : ২৮
মোল্লা এবং লিল্লাহ : ২৮
নবিগণের ডিউটি : ২৯
নবিজির বাবা-মা কি জান্নাতি : ৩০
বেমারি : ৩০
শয়তানিক উপদল : ৩১
শয়তানের কর্মনীতি : ৩২
আল্লাহ মানি, কেমন মানা : ৩৬
আহলে সুন্নাত আহলে হাদিস : ৪১
আহলে হাদিস এবং আহাফি : ৪৫
জন্মনিমন্ত্রণ ও নামকরণ : ৪৯
দোষে-গুণে সাহাবি : ৫২
কাছের কুরআন, দূরের কিতাব : ৫৪
মুআবিয়া রা. : ৫৬
কালাম, কুরআন, কিতাব : ৫৭
তাকলিদ বা অনুসরণ : ৫৯
ইজমা কিয়াস আবার কেন : ৬১
হাদিস মানি, কোন হাদিস : ৬৩
চার খলিফার চার ফয়সালা : ৬৪
ইমাম মানব কেন : ৬৮
ইমাম না মানলে দীন মানার উপায় নেই : ৭০
সব মাসআলা কুরআন-হাদিসে থাকে না : ৭১
কুরআন-হাদিসেই সবকিছু দিয়ে দিলে... : ৭৩
সরাসরি কুরআন-হাদিসে নেই—উদাহরণ : ৭৫

চাঁদ দেখা : ৭৬
ইমাম যদি সিদ্ধান্ত দিতে ভুল করেন : ৭৭
ছায়া হাদিস : ৭৭
তাকলিদ কাকে বলে, কারা করে : ৮০
তাকলিদের দলিল : ৮২
তাকলিদে শাখসি : ৮৫
মুজতাহিদ সাহাবি : ৮৭
তাকলিদ কেমন মাসআলায় : ৮৮
আহকামে শরইয়্যাহ : ৮৯
মাসায়িলে গায়রে মানসুসাহ : ৮৯
মাসায়িলে মানসুসাহ মুজতামিলাহ : ৯২
মাসায়িলে মানসুসাহ মুতাআরিজাহ : ৯৩
মাসায়িলে মানসুসাহ মুহতামিলাতুল মাআনি : ৯৪
মাসায়িলে মানসুসাহ গায়র মুতাআইয়্যিনাতুল আহকাম : ৯৫
তাকলিদ নিয়ে অভিযোগ : ৯৭
তরকে তাকলিদের পরিণাম :১০১
আলিফ থেকে ইয়া সমাচার :১০২
পরিণাম :১০৩
কবরে সাইজিং :১০৪
শেষ বিচারের শেষে :১০৫
তাকলিদের অপরিহার্যতা :১০৬
মাজহাব মানে কি অন্ধবিশ্বাস :১১১
মাজহাব মানতে হবে কেন :১১৩
সাহাবিরা কোন মাজহাব মানতেন :১১৪
চার ইমামের ইখতিলাফ, কে ভুল কে শুদ্ধ :১১৫
চার ইমামে ইখতিলাফ কেন :১১৬
একাধিক মাজহাব মানলে সমস্যা কী :১১৭
রোগীর কথা বলি :১১৮
পঞ্চম মাজহাব :১২০
নেকাবের পেছনের চেহারা :১২২
হালালজাদা হারামজাদা :১২৩
আবু হানিফা ও বুখারি :১২৫
ওয়ালায়াতে আবু হানিফা :১২৬
দূরদর্শী আবু হানিফা :১৩১
ইমামের স্পষ্টবাদিতা :১৩৩
আবু হানিফা নামকরণ :১৩৪

জেবুননেসা আলমগির :১৩৬
আবু হানিফা কেন আবু হানিফা :১৪১
ইমামের ইনতেকাল :১৪৩
বুখারি তুমি কার :১৪৪
বুখারি ও কুফা :১৪৫
কুফার প্রতি ইমাম বুখারির কেন ছিল এই টান :১৪৫
পছন্দের প্রিয়তা :১৪৬
বুখারির সঙ্গে কারা :১৪৭
বুখারি ও *ফাজায়েলে আমাল* :১৪৭
যে ব্যাপারগুলো আলোচনায় আসতে পারে :১৪৮
বাবার মেয়ে :১৫১
সহিহ হাদিস কাকে বলে :১৫২
নবির নামাজ :১৫৪
হাদিসের ভিন্নতার কারণ :১৫৫
ইমামগণের ইখতিলাফ :১৫৫
আহাফিদের অপপ্রচার :১৫৭
নিয়ত :১৫৮
হাত বাঁধা :১৫৯
দাঁড়ানো :১৫৯
'আমিন' বলা :১৬১
'আমিন' আসলে কী :১৬৩
তারকে কিরাআত খালফাল ইমাম :১৬৫
সুরা ফাতিহা কি কুরআনের অন্তর্ভুক্ত :১৬৬
নবির হাদিস; ফাতিহা ছাড়া নামাজ হয় না :১৬৬
ফাতিহা-খাদক :১৬৯
সালাতুন নবি, ইমামুল আম্বিয়া :১৭০
বিতরের নামাজ :১৭০
তারাবিহ :১৭১
তারাবিহ কত রাকআত :১৭৩
আট রাকআতকে তারাবিই বলা যাবে না :১৭৫
রাফে-ইয়াদাইন :১৭৫
আহাফিদের বেআদবি :১৮০
গাধা সমাচার :১৮৩
গ্রন্থপঞ্জি :১৮৮

কথামুখ

'এবার আমি অবসরে যাব'।

কথাটা বলেই লম্বা একটা হাই তোলে—ঘুম থেকে ওঠার পর মানুষ যেভাবে আড়মুড়ি দেয়, ঠিক সেভাবে একটা আড়মুড়ি দিলেন তিনি। সঙ্গী-সাথিরা কৌতূহল নিয়ে তাকালো উনার দিকে! কেউ কিছুই বুঝতে পারছে না। হঠাৎ লিডার এভাবে কেন বলছেন, কারণ খুঁজে পাচ্ছে না তারা। ঘটনা কী!

ঘটনা হচ্ছে...

ঘটনার আগে ছোট্ট করে মূল ভাবটি বলে ফেলি, যে কারণে আয়োজন।

'মিথ্যা ততক্ষণ বলতে থাকো, যতক্ষণ লোকে এটাকে সত্য হিশেবে ধরে না নেয়'—বলেছিলেন নেপোলিয়ন। পৃথিবীতে শয়তানের চেয়ে বিজ্ঞ এবং অভিজ্ঞ কোনো আলিম আছেন কি না আমার জানা নেই। নামের সঙ্গে হাদিস জড়ানো বিবেকের খতনা করানো দাব্বাতুল-ইন্টারনেটেরা হাদিসের নামে মায়াকান্নায় ঘেমে অস্থির করে তুলেছে আকিদার অস্থিগুলো। 'ভিক্ষা চাই না মাগো কুত্তা সামলাও' অবস্থা।

উপরের তিন গুণ(!) একই অঙ্গে ধারণ করে কিছু লোক যখন অনবরত মিথ্যা বলে বলে মানুষের বিশ্বাসকে বিভ্রান্ত করছে, তখন সহজ সত্যটা সামনে তুলে ধরা দরকার। ভাব শেষ, এবার ভাব সম্প্রসারণ।

শুরুতে যে ভদ্রলোক হাই তুলছিলেন, উনার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিই। উনার আসল নাম ইবলিস, নিক নেইম শয়তান। ওয়েল-নউন পার্সোনালিটি! বিশাল ক্ষমতাধর। মানুষকে কান ধরে উঠবস করানো উনার বাঁ-হাতকা খেল!

শয়তান খুব অস্থির হয়ে উঠল একসময়! দিনের পর দিন মেহনত করে একটা লোককে সাইজে আনতে হয়। তারপর নাকে-মুখে-কানে কতো ফুঁ-ফা

দেওয়ার পর তবেই তাকে দিয়ে একটা কু-কাম করানো যায়। আর লোকটি কিনা রাতে ঘুম থেকে উঠে 'মালিক, ভুল করে ফেলেছি, আর করব না, মাফ করে দাও' বলে ফুসফুস করে কান্দে। আর আল্লাহ-ও বলেন, 'আচ্ছা যা, দিলাম মাফ করে; কিন্তু আর করবি না' কথাটা মনে থাকে যেন'... কোনো কথা হলো!

শয়তান তার অ্যাসিস্ট্যান্টদের জড়ো করে বলল, আজ থেকে আমাদের কর্মকৌশল পালটে যাবে। কাজ আগেরটাই করব তবে সেটা করব ভিন্নভাবে। গুণীজনেরা ভিন্নকাজ করেন না, তারা একই কাজ ভিন্নভাবে করেন।

সবাই কৌতূহল নিয়ে তাকালো তার দিকে। কৌতূহলী হলেও লিডারের প্রতি তাদের আস্থা আছে। তারা জানে লিডার যা করবেন, শয়তান-সম্প্রদায়ের মঙ্গলের জন্যই করবেন। শয়তান বলল,

-তোমরা কি লক্ষ করেছ আমাদের কাজের আলটিমেট রেজাল্ট কী আসছে?

-কথাটি আমরা বুঝতে পারছি না বস।

-বুঝতে না পারার তো কিছু নেই। এই যে সারাদিন পরিশ্রম করে মানুষকে দিয়ে আকাম-কুকাম করাও, তারপর কী হয় খবর রাখো?

সবাই চুপ করে রইল। লিডারের মুখের উপর কথা বলতে ভয় পায় তারা। বুড়োমতন একজন গলা খাকারি দিয়ে বলল,

-কিছু মনে করবেন না বস, আপনি আমাদেরকে আকাম করানোর ডিউটি দিয়েছেন, আকাম করার পর সেই লোক কী করে, সেটার খবর রাখার ডিউটি আমাদের দেননি!

-হুম। তুমি ঠিক বলেছ। এই ডিউটি আমি তোমাদের দিইনি তবে আমাকে সব খবর রাখতে হয়। আমি যেমন তোমাদের কাজের আউটপুট সংগ্রহ করি, ঠিক সেভাবে যাকে তোমরা আকামে লাগিয়ে এসেছ, তারও খবর আমাকে রাখতে হয়। শয়তান-সাম্রাজ্য পরিচালনা তো আর এত সহজ না। যাক, ব্যাপার হলো, তোমাদের আন্তরিক প্রচেষ্টায় যেসব মানুষকে আমি উলটা-পালটা কামে লাগাই, সেই বদগুলো কী করে জানো?

সবাই একসঙ্গে বলে উঠল, 'কী?'

-কান্নাকাটি শুরু করে দেয়... 'আল্লাগো, গোনাহ করে ফেলেছি, ভুল করে

ফেলেছিগো আল্লাহ, আর করব না, মাফ করে দাও।' আর আল্লাহও মাফ করে দেন। তার মানে আমাদের বাড়া ভাতে ছাই, পরিশ্রম পণ্ড। বুঝতে পারছ আমি কী বলছি?

-জি বস।

-চিন্তার বিষয়। এটা তো হতে দেওয়া যায় না।

-অবশ্যই না।

-আমাদেরকে এখন টেকনিক পালটাতে হবে।

-অবশ্যই পালটাতে হবে।

-এমনভাবে কাজ করতে হবে, যাতে আল্লাহ আর মাফ করে না দেন।

-কিন্তু বস, আল্লাহর কাছে চাইলে আল্লাহ তো মাফ করেই দেবেন।

-যদি মাফ-ই না চায়?

-মাফ তো চাইবেই...

শয়তানের মুখে বিকট হাসিরেখা চিত্রিত হলো। সে তার নিকষ-কালো কুশ্রী ঠোঁট-দুটো বাঁকা করে বলল,

-আমি কতবড় ত্যাদড় সেটা তোমরাও জানো না। এমন চাল চালব, পাবলিক গোনাহ করবে আবার আল্লাহর কাছে মাফও চাইবে না। কারণ, সে বুঝতেই পারবে না কাজটি গোনাহর ছিল। তোমরা কি কখনো কৃমির ট্যাবলেট দেখেছ?

-এটা আবার কী লিডার?

-তোমাদের অবশ্য চেনার কথাও না। মানুষের বাচ্চাদের পেটে মাঝেমধ্যে লম্বাটে ধরণের কিছু পোকার জন্ম হয়। এগুলোর নাম হলো কৃমি। সেগুলোকে মারার জন্য একপ্রকার ট্যাবলেট আছে। ট্যাবলেটটি খেতে খুবই বিস্বাদ এবং দেখতেও বিদঘুটে। বাচ্চারা খেতে চায় না। তখন বাচ্চার মা কী করেন জানো?

-কী করেন?

-ট্যাবলেটের চতুর্দিকে গুড়ের প্রলেপ মাখিয়ে খাইয়ে দেন। বাচ্চারা মজা করে খেয়ে ফেলে। ব্যস, কাজ হয়ে গেল। কিছু কি বুঝতে পারলে?

-জি, কিছুটা।

-কিছুটা বুঝলে তো হবে না, পুরোটা বুঝতে হবে। মানুষ কিছুটা বুঝে আর বাকিটা না বুঝেই লাফায়। তোমরা তো মানুষ না, তোমরা হলে শয়তান। তোমাদের মধ্যে মানুষের বদ খাসলত চলে আসল কবে থেকে? বুঝিয়ে বলছি শোনো। এখন থেকে আমাদের কাজের ধরণ হবে মানুষকে আমরা আকাম-কুকাম করাব ঠিকই, তবে সেটা করাব গুড়ের প্রলেপ মাখিয়ে, কৃমির ট্যাবলেটের মতো। গোনাহের কাজগুলোকে আমরা তাদের সামনে তুলে ধরব নেকির কাজ হিশেবে। তারা সেগুলো নেকি ভেবেই করবে। যেহেতু কাজটি যে গোনাহের, এটা তারা বুঝবেই না, তাই তাওবা করার প্রশ্নই আসে না। ইজ ইট ক্লিয়ার?

-ইয়েস স্যার!

-থ্যাংক য়্যু। এখন যাও, নতুন ফর্মুলায় কাজে নেমে পড়। আমার আশীর্বাদ তোমাদের সঙ্গেই থাকবে।

এটি ছিল কয়েক হাজার বছর আগের কথা। শয়তানের এই মিটিংটি অত্যন্ত ফলপ্রসূ প্রমাণিত হলো। দেখা গেল—

- মানুষ মসজিদ ছেড়ে মাজারমুখো হয়ে গেছে। মসজিদে এসে আল্লাহর কাছে না চেয়ে মাজারে গিয়ে বাবার কাছে চাইছে।
- রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সম্মান করার নামে তাঁকে আল্লাহর সমান করে নিচ্ছে!
- কিছুদিন পরপর রঙ-বেরঙের মনগড়া ইবাদত আবিষ্কার করছে।

শয়তান স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল।

তবে শয়তানের অবসরে যাওয়ার ঘোষণাটি অতি সাম্প্রতিক। সম-সাময়িক বিশ্বের সার্বিক অবস্থা পর্যালোচনা করে সে তার অভিলাষ প্রকাশ করার জন্য জরুরি সাধারণ সভার আয়োজন করেছিল। ঘোষণাটি দেওয়ার আগে পুরো প্রেক্ষাপট তুলে ধরল সে। বলল,

-দেখো, আমাদের জন্য মূল সমস্যা ছিল তাওহিদবাদীরা। অর্থাৎ, যারা আল্লাহকে এক মেনে সহিহ আকিদায় সঠিকভাবে ইবাদত করবে, তারাই ছিল আমাদের জন্য সমস্যা। আর বুঝতেই পারছ আমি মুসলমানদের কথাই

বলছি। এতদিন ছলে-বলে-কৌশলে আমরা আমাদের কাজ সিদ্ধি করিয়েছি; কিন্তু আজ আমি তোমাদের অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছি যে, ইতিমধ্যেই মানুষের মাঝে আমি আমার এমন কিছু শাগরেদ তৈরি করতে সক্ষম হয়েছি, যারা এখন আমার হয়ে কাজ করে দিচ্ছে। এরা মুসলমানদেরকে সহিহ-গলদের ভেলকি লাগিয়ে এমনভাবে সাইজ করছে যে, আমি নিজেই সেভাবে করতে পারিনি। তাই আমি খণ্ডকালীন অবসরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছি। তোমাদেরকেও কিছুদিনের জন্য ছুটি দেওয়া হলো। যাও, রিলাক্স করো। আবার যখন দরকার হবে ডাকব। ঠিকাছে?

-জি মালিক, ঠিকাছে।

'শয়তানের জয় হোক, শয়তানের জয় হোক' স্লোগান দিতে দিতে সভাস্থল ত্যাগ করল সবাই। ঠিক আগের মতোই আরেকবার হাই তুলল সে।

শয়তান কাহিনি শেষ। উপরে বর্ণিত কাহিনির রেফারেন্স চাইবার দরকার নেই কারণ, কথাগুলো সম্পূর্ণই আমার বানানো। তবে কথা বানানো হলেও বাস্তবতা বানানো নয়। আমি নিশ্চিত, শয়তানের মজলিসে এভাবেই কিছু একটা হয়ে থাকবে। এমনটি আমার কেন মনে হচ্ছে, ব্যাখ্যা করছি। ব্যাখ্যা করার পর যদি আপনারও তাই মনে হয়, তাহলে শেষ পর্যন্ত পড়ুন। আর তেমনটি মনে না হলে ওখানেই থেমে যান, খামাখা সময় নষ্ট করার কোনো মানে হয় না।